Bourses revise trading hours

Dhaka Stock Exchange and the Chittagong Stock Exchange have revised the trading hours as banking hours changed due to rising cases of Covid-19 infections and deaths in the country.

As per new timing, trading will take place from 10:00am to 1:00pm, instead of 10:30am to 1:30pm, effective from today (Thursday), officials said.

“The new trading time will be continued until further notice,” said a DSE official.

Earlier, bourses cut one hour trading time to three hours, from usual four hours due to Covid-19 outbreak.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bourses-revise-trading-hours-1592397282

Subscription of CAPITEC-IBBL Shariah Unit Fund to open from July 1

Subscription of ‘CAPITEC-IBBL Shariah Unit Fund’, an open-end Shariah compliant mutual fund, is set to begin from July 1, 2020.

The initial size of the CEPITEC-IBBL Shariah Unit Fund is Tk 250 million, according to an official disclosure on Wednesday.

Of the total fund size, Tk 37.50 million will be contributed by its sponsor - Islami Bank Bangladesh Ltd.

Remaining Tk 212.50 million will be collected from individual and institutional investors through sales of units.

The offer price of the fund’s units is Tk 10 each. And the total units are 25 million.

Minimum amount is Tk 5,000 per application (500 units) for individuals, and Tk 50,000 per application (5,000 units) for institutions, according to its prospectus.

The fund will be managed in a Shariah compliant manner.

The Capitec Asset Management Ltd is acting as manager of the Fund whereas Investment Corporation of Bangladesh is the trustee of the Fund and the fund is sponsored by Islami Bank Bangladesh.

Investment Corporation of Bangladesh and Islami Bank Bangladesh Ltd signed a trust deed of the Fund on November 19, last year.

"The organisations have taken this initiative with the aim of accelerating the mutual fund industry and capital market of Bangladesh," The Capitec Asset Management said in a statement.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/subscription-of-capitec-ibbl-shariah-unit-fund-to-open-from-july-1-1592388243

কালোটাকায় মিছে আশা

শেয়ার কিনে বিক্রি না করে ৩ বছর রেখে দেওয়ার শর্তে শেয়ারবাজারে কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে কোনো কালোটাকার মালিক এ সুবিধা নিলে তাঁকে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষই প্রশ্ন করবে না। সহজ কথায় কালোটাকা সাদা করার সুযোগ বিনা প্রশ্নে।

শেয়ার কিনে বিক্রি না করে ৩ বছর রেখে দেওয়ার শর্তে শেয়ারবাজারে কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে কোনো কালোটাকার মালিক এ সুবিধা নিলে তাঁকে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষই প্রশ্ন করবে না। সহজ কথায় কালোটাকা সাদা করার সুযোগ বিনা প্রশ্নে।

বাজেটে শেয়ারবাজারের জন্য এটাই কেবল নতুন ঘোষণা। বাকিগুলো সব পুরোনো। মন্দা বাজারে কালোটাকার বিনিয়োগের এ সুবিধাকে এরই মধ্যে স্বাগত জানিয়েছে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষ। তবে তিন বছর বিক্রি করা যাবে না—এ শর্ত তুলে নিয়ে বিনা শর্তে এ সুযোগ চান শেয়ারবাজারের মার্চেন্ট ব্যাংকারদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমবিএ)। বিনা শর্তে শেয়ারবাজারে কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ চেয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে গতকাল চিঠিও দিয়েছে সংগঠনটি। বাজার ভালো হোক—এ আশা থেকে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অনেকেও আগপিছ না ভেবে বাজেটে দেওয়া এ সুবিধায় সায়ও দিচ্ছেন। তাঁদের একটাই চাওয়া, যেভাবেই হোক প্রাণহীন বাজারে গতি আসুক। কিন্তু আস্থাহীন বাজারে আসলেই কি প্রাণ আনতে পারবে কালোটাকা?

বিশ্লেষকেরা বলছেন, সুযোগ দিলেও শেয়ারবাজারে কালোটাকা আসবে না। কেউ তিন বছরের জন্য এ বাজারে টাকা ফেলে রাখবে, এ সুযোগ নিয়ে তা ভাবাটা বাড়াবাড়ি রকমের বোকামি। আর বর্তমান বাজারে তো লেনদেনই সীমিত, বিনিয়োগ আসবে কী করে। তাঁরা বলছেন, শেয়ারবাজার ঠিক করতে সবার আগে দরকার সুশাসন নিশ্চিত করা আর বিনিয়োগকারীর আস্থা ফেরানো। বাজেটে দুটোর কোনোটি নিয়েই কোনো কথা বলেননি অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

নতুন–পুরোনো সুবিধা মিলিয়ে 'শেয়ারবাজার উজ্জীবিতকরণের' কথা বাজেট বক্তব্যে বলেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বাজেটে অর্থমন্ত্রী যতই শেয়ারবাজার উজ্জীবিত করার কথা বলুন বাজারে তার বাস্তব প্রতিফলন নেই। এ কারণে বাজেট–পরবর্তী প্রথম কার্যদিবসে গতকাল রোববারও দুই বাজার ছিল ঝিমিয়ে পড়া প্রাণহীন। উভয় বাজারে সূচক সামান্য কমেছে।

শেয়ারবাজারের বড় ধরনের পতন ঠেকাতে আগেই বাজারে শেয়ারের সর্বনিম্ন মূল্যস্তর বেঁধে দেওয়া হয়। এ কারণে এখন সূচকের বড় ধরনের পতনের সুযোগ নেই।

তিন বছর বিক্রি করতে পারবে না, এ শর্তে মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে শেয়ারবাজারে কালোটাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে বাজেটে।

শেয়ারের সর্বনিম্ন মূল্য বেঁধে দেওয়ায় সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কিছুটা স্বস্তিতে থাকলেও বড় বড় বিনিয়োগকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কারণ, এ বাজারে বড় অঙ্কের শেয়ার কেনাবেচা হচ্ছে না। তাই প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) নেমেছে অর্ধশত কোটি টাকায়। আর অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) গতকাল লেনদেন নেমেছে মাত্র ২ কোটি টাকায়।

এমনিতেই অনেক দিন ধরেই নড়বড়ে শেয়ারবাজার। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে করোনাভাইরাসের আঘাত। এ আঘাত সামলাতে টানা ৬৬ দিন বন্ধ রাখা হয় শেয়ারবাজারের লেনদেন। সরকার সাধারণ ছুটি তুলে নেওয়ার পর ৩১ মে থেকে পুনরায় লেনদেন শুরু হয় বাজারে। লেনদেন শুরুর পর গতকাল পর্যন্ত ঢাকার বাজারের লেনদেন ২০০ কোটি টাকা ছাড়াতে পারেনি। গতকাল এ বাজারে লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৪ কোটি টাকা।

বাজেটে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, শেয়ারবাজারকে গতিশীল ও উজ্জীবিত করতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ছয়টি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমটিই শেয়ারবাজারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বাড়ানো। অর্থাৎ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে শেয়ার কিনিয়ে বাজার উজ্জীবিত করার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর কথা শুনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে আস্থা রাখবেন তো? প্রশ্নটা থেকেই গেল।

শেয়ারবাজার বিশ্লেষকেরা বারবারই বলে থাকেন, এ বাজারের মূল সংকট আসলে আস্থার। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সেই আস্থায় চিড় ধরিয়েছেন বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকারের নীতিনির্ধারক ও স্টক এক্সচেঞ্জের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন সবাই মিলে। কারণ, তাঁদেরই ব্যর্থতায় বারবার এ বাজারে এসে প্রতারিত হয়েছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকারের কর্তাব্যক্তিদের আশ্বাসে আস্থা রেখে নিঃস্ব হয়েছেন লাখ লাখ বিনিয়োগকারী।

https://www.prothomalo.com/economy/article/1662886/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%BE

Stocks remain standstill

Dhaka stocks continued to end flat on Wednesday amid the investors' growing tension over the worsening COVID-19 pandemic in the country and their dissatisfaction over the proposed national budget.

The floor price system introduced by the Bangladesh Securities and Exchange Commission to check free fall on the market amid the pandemic also kept the market muted, market operators said.

DSEX, the key index of the Dhaka Stock Exchange, added 0.03 per cent, or 1.24 points, to close at 3,961.9 points on the day after gaining 2.28 points in the previous session.

Before the two-day gain, the DSEX had lost 8.92 points in two sessions.

From today, trading on the stock exchanges will start at 10:00am and continue till 1:00pm in line with the Bangladesh Bank instruction over banking hours. The trading hours were from 10:30am to 1:30pm since the reopening of the market on May 31.

The market posted another flat session with thin participation of the retail investors as the pandemic situation is worsening, market operators said.

The country witnessed the highest single-day jump in new infection cases of 4,008 on Wednesday with 42 deaths. With Wednesday's figures, the deadly virus has so far infected 98,489 people and killed 1,305 people across the country.

The turnover on the DSE increased to Tk 88.85 crore on Wednesday compared with that of Tk 65.3 crore in the previous trading session. On Wednesday, shares worth Tk 56 crore were traded on the block market.

Market operators said that the proposed national budget ignored the interest of the capital market despite the fact that the investors' confidence was shattered by the outbreak of coronavirus in the country.

Finance minister AHM Mustafa Kamal on June 11 placed the proposed budget for the financial year 2020-21 before parliament.

The market has been in the doldrums before the pandemic began in the country and prolonged bearishness on the market kept many investors away from the market.

The COVID-19 would hit the country's economy hard and businesses in almost every sectors and the recovery of the damages would take several years, market experts said.

They said that the BSEC-enforced floor price system prevented investors from selling shares of more than two-thirds of the companies as the system put ceiling on share price fall that made the market almost motionless.

Since June 2, the DSEX has been hovering at 3,960 points.

Of the 269 scrips traded on the DSE on Wednesday, 19 declined, 18 advanced and 232 remained unchanged.

DSE blue-chip index DS30 gained 0.005 per cent, or 0.07 points, to close at 1,325.7 points on Wednesday.

Shariah index DSES added 0.004 per cent, or 0.4 points, to end at 918.72 points.

Linde Bangladesh led the turnover chart with its shares worth Tk 4.3 crore changing hands on the day.

The Chittagong Stock Exchange on Wednesday urged the government to lift the three-year lock-in condition for investing undisclosed money in the capital market and reduce the corporate tax of listed companies.

The CSE made the demand at a virtual press conference on the day.

CSE chairman Asif Ibrahim said that the proposed budget reduced the corporate tax on non-listed companies to 32.5 per cent from 35 per cent while keeping the tax unchanged for the listed companies at 25 per cent that would discourage good companies to come to the stock market.

The proposed budget also allowed investment of undisclosed money in the capital market subject to a three-year lock-in, he said.

'We request the government to withdraw the condition,' he said.

The bourse also requested to provide three years of tax exemption to the newly listed companies to encourage good companies to be listed on the market, Asif said.

The bourse also demanded a five-year tax exemption to sell its shares to a strategic investor.

'We also appeal to reduce source tax of brokerage houses to 0.015 from existing 0.05 per cent to save the houses from severe losses,' he said.

He requested to reduce capital gain tax of institutional investors to 7.5 per cent from current 10 per cent.

The CSE urged the government to reduce corporate tax of the listed companies to 20 per cent from existing 25 per cent to extend the tax gap with the non-listed companies, the CSE chairman said.

BSEC commissioner Mizanur Rahman at the press briefing said that the commission had been trying to improve the market condition by bringing good companies to the market.

He said that the commission hoped that the current condition on the market would improve soon and the floor price restriction could be lifted then.

https://www.newagebd.net/article/108665/stocks-remain-standstill

ফ্লোর প্রাইসের উভয় সংকটে পুঁজিবাজার, করণীয় কি?

ফ্লোর প্রাইস (Floor Price) তথা তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য মূল্য বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি দেশের পুঁজিবাজারের জন্য একটি উভয় সংকটে পরিণত হয়েছে। এদিকে এই ব্যবস্থার কারণে শেয়ারের বাজারভিত্তিক বা চাহিদাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতে লেনদেন নেমে এসেছে তলানীতে। অনেক বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ আটকে আছে। লেনদেন একেবারে কমে যাওয়ায় ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকারদের লোকসান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমন অবস্থা আরও কয়েকমাস চললে, অনেক ব্রোকারহাউজের বেশিরভাগ শাখা বন্ধ হয়ে যাবে। বাজারে তারও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ফ্লোর প্রাইস পদ্ধতির কারণে বিনিয়োগ আটকে যাওয়ার ভয়ে অনেক নতুন বিনিয়োগকারী বাজারে আসছেন না। তাতে বাজার সম্ভাব্য তহবিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে হঠাৎ করে এই পদ্ধতি তুলে নিলে বাজারে বড় ধরনের দর পতনের আশংকা করা হচ্ছে। দরপতনও তেমন সমস্যা ছিল না, কারণ বাজারের শক্তিতেই আবার হয়তো কিছুদিনের মধ্যে তা ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, এই বাজারের বিপুল পরিমাণ মার্জিন ঋণ (শেয়ার কেনার জন্য গ্রাহককে দেওয়া ব্রোকারহাউজ বা মার্চেন্ট ব্যাংকের ঋণ)। কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা (Exit Plan) ছাড়া ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হলে তীব্র দর পতনের কারণে ব্যাপক মাত্রায় ফোর্সড সেল (ঋণ সমন্বয়ের জন্য গ্রাহকের শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া) শুরু হলে বাজারের অবস্থা আরও নাজুক হয়ে যাবে। তাতে অসংখ্য বিনিয়োগকারী মারত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, এদের কেউ কেউ একেবারে বাজার থেকে ছিটকে পড়তে পারেন। একইসঙ্গে শেয়ারের দাম বেশি কমে গেলে গ্রাহকের শেয়ার বিক্রি করে অনেক ক্ষেত্রে ঋণ সমন্বয় সম্ভব না-ও হতে পারে। তাতে ঋণদাতা ব্রোকারহাউজ ও মার্চেন্ট ব্যাংক বিপুল লোকসানে পড়বে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বাজারে।

এমন অবস্থার মধ্যেই আজ বুধবার (১৭ জুন) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের এক সংবাদ সম্মেলনে ফ্লোর প্রাইস সংক্রান্ত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির কমিশনার অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেছেন, তিনি আশা করেন অচিরেই মার্কেটে বিনিয়োগকারীরা অবাধে ও উন্মুক্ত লেনেদেনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

ড. মিজান তার আশাবাদের কথা জানিয়েছেন, যা যে কোনো আদর্শ পুঁজিবাজারে হওয়া উচিত। তবে তিনি ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের কোনো সময়সীমা বলেননি। বিএসইসি এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেমন কথাও বলেননি তিনি। অর্থসূচকসহ দুয়েকটি পত্রিকায় সংবাদ হয়েছে, অচিরেই ফ্লোর প্রাইস উঠে যাওয়ার আশাবাদ নিয়ে। কিন্তু এসব নিউজেও বলা হয়নি, ইতোমধ্যে বিএসইসি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন কোনো তথ্য। তারপরও বিষয়টি নিয়ে অনেক বিনিয়োগকারী তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। এ থেকে বুঝা যায়, এই বাজার নিয়ে তারা কতটা উদ্বিগ্ন। ফ্লোর প্রাইস বিষয়টি কতটা পস্পর্শকাতর। তাতে একটি বিষয় আরও গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে, সেটি হচ্ছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সময় নিয়ে এই ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। তাড়াহুড়ায় ভুল হলে যেমন সমস্যা হবে, তেমনই দিনের পর দিন এটি বহাল থাকলেও বাজার দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতির মুখে পড়বে।

ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থার প্রেক্ষিতঃ

নানা কারণে দেশের পুঁজিবাজারে অনেকদিন ধরেই নাজুক অবস্থা। এর মধ্যে গত মার্চ মাসে দেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরু হলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাতে টানা দর পতন শুরু হয়। গত ১৮ মার্চ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৩ হাজার ৬০৩ দশমিক ৯৫ পয়েন্টে নেমে আসে, যা এই সূচকের সর্বোচ্চ অবস্থানের চেয়ে ২ হাজার ৭৩২ দশমিক ৯৩ পয়েন্ট বা ৪৩ দশমিক ১২ শতাংশ কম। গত ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর এই সূচকের অবস্থান সর্বোচ্চ ৬ হাজার ৩৩৬ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট ছিল।

বাজারে আরও বড় পতন এড়াতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি আগের পাঁচ কার্যদিবসের গড় মূল্যের ভিত্তিতে শেয়ারের সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য সীমা বা ফ্লোর প্রাইস বেঁধে দেয়। এই ব্যবস্থা ১৯ মার্চ থেকে কার্যকর হয়। যদিও বিশ্বে এ ধরনের ব্যবস্থা তেমন দেখা যায় না, তবু উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিএসইসির এই ব্যবস্থা বাজারের অস্থিরতাকে সাময়িকভাবে ঠেকাতে সমর্থ হয়।

অন্যদিকে করোনাভাইরাসের প্রকোপ মোকাবেলায় সরকার সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলে গত ২৬ মার্চ থেকে পুঁজিবাজারে লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়। গত ৩০ মে সাধারণ ছুটি শেষে লেনদেন পুনরায় চালু হয়। এর মধ্যে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। সংস্থাটিতে নতুন চেয়ারম্যান ও তিনজন নতুন কমিশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ফ্লোর প্রাইস পরবর্তী বাজারচিত্রঃ

ফ্লোর প্রাইস চালুর পর প্রথম দিকে দর পতন অনেকটাই থেমে যায়। তবে লেনদেনের গতিও কমে আসে। কিন্তু ৩১ মে পুনরায় বাজার খোলার পর লেনদেনে যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, মার্চের চিত্র ছিল তারচেয়ে অনেকটা ভালো। গত ২৬ মার্চ লেনদেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগের পাঁচ দিনে ডিএসইতে দিনে গড়ে ১৮৭ কোটি ২৮ লাখ টাকা মূল্যের শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে। অন্যদিকে গত পাঁচ কার্যদিবসে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৬৪ কোটি ১৩ লাখ টাকা মূল্যের শেয়ার।

ফ্লোর প্রাইসের নেতিবাচক দিকঃ

ফ্লোর প্রাইসের প্রধান নেতিবাচক দিক হচ্ছে এটি পুঁজিবাজারের মূল স্পিরিট বিরোধী। বিশ্বব্যাপী মানুষ যেসব কারণে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে, তার প্রধান কারণটি হচ্ছে সহজে নতুন বিনিয়োগ করা ও বিনিয়োগ প্রত্যাহারের (Entry & Exit) সুযোগ। ফ্লোর প্রাইসের মতো ব্যবস্থায় বিনিয়োগ আটকে যাওয়ার (Stuck) আশংকা থাকলে সেই বাজারে কেউ বিনিয়োগে আগ্রহী হয় না। জেনেশুনে কোনো বোকাও ফাঁদে পা দিতে চায় না। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকগুলোকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য ২শ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল সুবিধা দিলেও কোনো ব্যাংক স্টাক হয়ে যাওয়ার আশংকার মুখে এখানে বিনিয়োগ করতে চাইবে না।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, এখানে চাহিদা ও যোগানের আলোকে শেয়ারের মূল্য নির্ধারিত হয় (কিছু কারসাজির ঘটনা বাদ দিলে)। লাভ হোক, লোকসান হোক-বিষয়টি বাজারের উপর নির্ভর করে বলে বিনিয়োগকারীর কোনো অভিযোগ বা ক্ষোভ থাকে না। কিন্তু ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থায় লেনদেনের ক্ষেত্রে শেয়ারের সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দেওয়ায় তাতে শেয়ারের প্রকৃত বাজার মূল্য প্রতিফলিত হয় না।

এই দুটি কারণে ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থায় দেশি-বিদেশী বড় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আগ্রহী হবে না।

সাধারণ ছুটিতে আমাদের পুঁজিবাজার বন্ধ থাকায় এমনিতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি ভুল বার্তা গেছে। অনেকেই এখন বাংলাদেশের বাজারে বিনিয়োগের বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। এখন ফ্লোর প্রাইসের কারণে এই দেশের বাজারে বিনিয়োগের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ যে আরও কমে যাবে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

বিএসইসি নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক সংস্থায় এ ক্যাটাগরির সদস্য পদ পেয়েছে। এ ক্যাটাগরির সদস্যের বাজারে সি ক্যাটাগরির ব্যবস্থা বিশ্ব পরিসরে আমাদের বাজারের ভাবমূর্তিকে ব্যাহত করবে।

ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থায় লেনদেন না হওয়ায় অনেক বিনিয়োগকারী নানামুখী সমস্যায় আছেন। তিনি চাইলেই তার পোর্টফোলিও রিস্ট্রাকচারিং বা পুনর্গঠন করতে পারছেন না। আবার কারো অতি জরুরি প্রয়োজনে অর্থ প্রত্যাহার দরকার হলেও সেটি করা সম্ভব হচ্ছে না।

অন্যদিকে লেনদেন তলানীতে নেমে আসায় বাজারের মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মক আর্থিক সংকটের মুখে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ৫ থেকে ৭ টি ব্রোকারহাউজ আছে, যাদের ব্রেকইভেনে (না লাভ, না লোকসান) থাকতে হলে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে দৈনিক কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকার লেনদেন প্রয়োজন। অথচ গত পাঁচ দিনে খোদ ডিএসইতে গড়ে লেনদেন হয়েছে ৬৪ কোটি টাকার শেয়ার। এই পরিমাণ লেনদেনে কোনো ব্রোকারহাউজের পক্ষে তাদের পরিচালন ব্যয় তুলে আনা সম্ভব নয়। তার অর্থ লোকসান অনিবার্য। এই লোকসান এড়াতে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শাখা অফিস গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে। তাই ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থা কয়েক মাস চললে ব্রোকারহাউজগুলোর প্রায় সব শাখাই শুধু বন্ধ হয়ে যাবে না, অনেক প্রতিষ্ঠানের মূল অফিসও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাতে বিপুল সংখ্যক কর্মী চাকরি হারিয়ে বেকার হবে। শাখা বন্ধ হয়ে গেলে ব্রোকারহাউজগুলোর নেটওয়ার্ক ছোট হয়ে আসবে বলে বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ফ্লোর প্রাইসের কারণে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোও সমস্যায় আছে। তারা তাদের পোর্টফোলিও রিস্ট্রাকচারিং করা যাচ্ছে না। অথচ মিউচুয়াল ফান্ডকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এই ধরনের রিষ্ট্রাকচারিং খুবই জরুরি।

ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থা দীর্ঘায়িত হলে আরেক সমস্যা হবে বাজারে। যেসব বিনিয়োগকারী মার্জিন ঋণ নিয়েছেন তাদের সুদের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। একই সঙ্গে বাড়তে থাকবে শেয়ারের কস্টিং মূল্য (Costing Price)| তাহলে তাদের শেয়ারের প্রকৃত ক্রয় মূল্য এত বেশি হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, কয়েক মাস পর যখনই ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হোক না কেন, তখন আর শেয়ার বিক্রি করে মূলধন ফেরত পাওয়া সম্ভব হবে না। এমন অবস্থা দীর্ঘ মেয়াদে বাজারকে এক ধরনের চাপের মুখে ফেলে দেবে।

হঠাৎ করে ফ্লোর প্রাইস তুলে দেওয়ার বিপদঃ

একটি বিষেশ পরিস্থিতিতে ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। সে অবস্থার অবসান এখনো হয়নি। তাই পুঁজিবাজারের বৃহত্তর স্বার্থে ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়া জরুরি হলেও এখনই হঠাৎ করে তা তুলে নেওয়ার সুযোগ নেই। তাতে বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে।

কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হলে মোটা দাগে দুটি সমস্যা বড় হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ তাতে মনস্তাত্ত্বিক কারণে হলেও বাজারে বড় ধরনের দর পতন হতে পারে। তাতে বাজারে নতুন করে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়বে। বিশেষ করে যেসব বিনিয়োগকারী মার্জিন ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করেছেন, তারা ফোসর্ড সেলের কবলে পড়ে তাদের পুঁজি হারাতে পারেন। এসব বিনিয়োগকারীর একটি অংশ চিরতরে বাজার থেকে ছিটকে পড়তে পারেন, যা কানোভাবেই বাজারের জন্য কাম্য নয়।

অন্যদিকে হঠাৎ শেয়ারের দাম অনেক কমে গেলে ঋণদাতা ব্রোকারহাউজগুলো তাদের ঋণ ফেরত আনতে পারবে না।

তাহলে করণীয়?

বুঝা-ই যাচ্ছে, ফ্লোর প্রাইস ব্যবস্থা শাঁখের করাতের মতো হয়ে উঠেছে। এটি বহাল রাখলেও সমস্যা। আবার তাড়াহুড়া করে তুলে নিলেও বিপদ। এমন অবস্থায় এখান থেকে বের হতে অনেক সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, দুটি উপায়ে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমতঃ যেসব খাতে (Sector) কোম্পানির ব্যবসা ও মুনাফায় করোনার নেতিবাচক কোনো প্রভাব পড়ার আশংকা নেই, সেই খাতগুলোর (জ্বালানি-বিদ্যুৎ, ফার্মাসিউটিক্যালস) যে কোনো একটিকে পাইলট ভিত্তিতে ফ্লোর প্রাইসের বাইরে এনে দেখা যেতে পারে, সত্যিই বড় কোনো প্রভাব পড়ে কি-না। কারণ যে নেতিবাচক প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে, তার পেছনে যতটা না যৌক্তিক কারণ আছে, তারচেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক কারণ। একটি খাতের উপর প্রভাব পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় আরেকটি উপায় হতে পারে একবারে ফ্লোর প্রাইস তুলে নেওয়ার কথা না ভেবে প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট হারে এর সীমা (৫ বা ৭ শতাংশ হতে পারে) নামিয়ে আনা যেতে পারে। ধরা যাক, এবিসিডি কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান ফ্লোর প্রাইস ৪০ টাকা। জুলাই মাসে এর ফ্লোর প্রাইস কমে হবে ৩৮ টাকা, এর পরের মাসে ৩৬ টাকা ১০ পয়সা (৫ শতাংশ হারে কমিয়ে)। কিন্তু এই প্রক্রিয়া হয়তো বেশি মাস আলাতে হবে না তার আগেই করোনা পরিস্থিতি ও অর্থনীতির উন্নতি দৃশ্যমান হতে শুরু করবে।

তবে সবচেয়ে ভাল হবে, এই বিষয়ে বিএসইসির এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্রোকারহাউজ, মার্চেন্ট ব্যাংক, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিসহ সব স্টেকহোল্ডারকে নিয়ে বৈঠক করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ উপায় খুঁজে বের করা।

পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগে শর্ত প্রত্যাহারের আহ্বান রকিবুর রহমানের

প্রস্তাবিত বাজেটে পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে শর্ত দেয়া হয়েছে সেকারণে কেউ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করবে না বলে মনে করছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক মো. রকিবুর রহমান। এজন্য তিনি পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগেরর ক্ষেত্রে শর্ত প্রত্যাহার করার জন্য অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

গতকাল এক বিবৃতিতে রকিবুর রহমান বলেন, পুঁজিবাজারে ৩ বছরের জন্য শর্তসাপেক্ষে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের যে সুযোগ দেয়া হয়েছে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দৃঢ় বিশ্বাস যে এখানে এই শর্তের অধীনে কেউ বিনিয়োগ করবেনা। যেখানে অন্যান্য খাতে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ শর্তে সুবিধা দিয়েছে তাতে করে পুঁজিবাজারে এই টাকা আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফিক্সড ডিপোজিট, সঞ্চয়পত্র, ব্যাংকে টাকা থাকলে অথবা বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ড যেখানেই অপ্রদর্শিত অর্থ যা ট্যাক্স ফাইলে দেখানো হয়নি সেখানে মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে পুরো টাকাটা বৈধ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এর আগে ১৯৯৭-৯৮ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। সেখানে দুই বছর বিনিয়োগে থাকতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা ছিল। সেটা সফল হয়নি এবং কেউ সেসময় বিনিয়োগ করেনি। কোথাও কোনো শর্ত দিয়ে কাউকে বিনিয়োগে আনা যাবে না। তাই আমাদের বাস্তবতার সঙ্গে চলতে হবে।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময়ে, করোনা ভাইরাসের কারণে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করে অর্থনীতির মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য যে সহজ শর্তে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে সেটি একটা 'সময়োপোযোগী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত' বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যাদের কাছে বছরের পর বছর ধরে অপ্রদর্শিত অর্থ আছে, যারা ট্যাক্স ফাইলে দেখাবার সুযোগ পাননি তারা সবাই সহজ শর্তে এই সুযোগটা নিবেন।'

অর্থমন্ত্রীকে 'বিনীত অনুরোধ' জানিয়ে তিনি বলেন, 'পুঁজিবাজারে যে তারল্য সংকট চলছে তার একমাত্র সমাধান হলো শর্তহীন ভাবে অপ্রদর্শিত অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়া। এতে করে যারা অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করবেন তারা তাদের পরিকল্পনামাফিক বিনিয়োগ করতে পারবেন। সহজ শর্তে সুযোগ দেয়া হলে অপ্রদর্শিত অর্থ দেশের অর্থনীতির মূলধারায় ফিরে আসবে এবং পুঁজিবাজারে তারল্য সংকট দূর করতে ভূমিকা রাখবে।'

https://bonikbarta.net/home/news_description/232830/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0